বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড

স্মারকপত্র ২০০৬



(একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মনন সংস্থা)

রাসবিহারী স্কুল রোড, ন'পাড়া, বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
রেজিঃ নং- এস/আই/এল/৩০৯৮২

স্মারকপত্র ২০০৬

বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড









(একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মনন সংস্থা)

রাসবিহারী স্কুল রোড, ন'পাড়া, বারাসাত, কোলকাতা-১২৪

রেজিঃ নং- এস/আই/এল/৩০৯৮২

শ্রদ্ধাঞ্জলী

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় — নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা

তাপস সেন — নাট্য জগতের আলোর জাদুকর

ফুলরেনু গুহ — স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

অনিল বিশ্বাস — সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ্

শামসুর রহমান — বাংলাদেশের জনপ্রিয় কবি।

ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁন — প্রবাদপ্রতীম সানাই শিল্পী

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় — বিশিষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক

ভি. পি. সত্যেন — ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক

সুদীপ চট্টোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধিনায়ক, ভারতীয় ফুটবল দল

ওয়াসিম রাজা — পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার

নিমাই দে — লেখক , প্রসূণ বসু — সাহিত্যিক, সম্পাদক

স্টিভ্ অরউইন — দুঃসাহসী মার্কিন পশু প্রেমী (ক্রোকোডাইল হান্টার)

বীরেন মৈত্র — প্রাক্তন কৃষি বিপনণ মন্ত্রি, ভূপেন শেঠ— প্রাক্তন বিধায়ক, বনগাঁ।

কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায় — সঙ্গিত বিশেষজ্ঞ, লেখক, শঙ্খ চৌধুরী — বিশিষ্ঠ ভাস্কর,

ওস্তাদ হাফিজ আহমেদ খাঁন — উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গায়ক।

পদ্মিনী — বিশিষ্ঠ চলচ্চিত্র,অভিনেত্রী।.

এছাড়া দেশের, রাজ্যের অসংখ্য বুদ্ধিজীবি, লেখক,শিল্পী, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, অভিনয় জগতের নক্ষত্ররা আমাদের ছেড়ে অর্মত্যলোকে যাত্রা করেছেন তাঁদের প্রতি রইলো আমাদের শ্রদ্ধা। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বিস্ফোরনে যে সব নিরীহ প্রাণের ক্ষতি হয়েছে, সংস্থার সদস্য সদস্যাদের প্রিয়জন যারা অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন তাঁদের প্রত্যকের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

সদস্যবৃন্দ বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড
ন'পাড়া,
বারাসাত

সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলী

Pran Gopal Bhakta
Rabindra Road
N. E. Napara,
Napara, Barasat
24 Pgs (N) Kol-125.
Ph → 9330887364

সত্যমেব জয়তে

সুভাষ চক্রবর্ত্তী

মন্ত্রী
পরিবহণ এবং ক্রীড়া বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ
কলকাতা - ৭০০ ০০১

ডি. ও. নং ৫০৫/মি.পি.ক্রী/২০০৬

তারিখ ৩১-৮-২০০৬

শু ভে চ্ছা

বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড -এর উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও সংস্থার বার্ষিক স্মরণিকা প্রকাশিত হবে জেনে আনন্দিত হলাম।

উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি এবং পত্রিকা প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট **সকলকে** আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

(সুভাষ চক্রবর্ত্তী)
৩১/৮/০৬

সাধারণ সম্পাদক
বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড
রাসবিহারী স্কুল রোড, ন পাড়া,
বারাসাত, উত্তর ২৪-পরগণা

ক্ষিতি গোস্বামী
KSHITI GOSWAMI

মন্ত্রী
পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
MINISTER-IN-CHARGE
PUBLIC WORKS & P. W. (ROADS) DEPARTMEN
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KOLKATA, THE ২৮-০৯-200৫
D. O. NO. ৪৫৮ — *MPW*

শুভেচ্ছা

উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতের অবৈতনিক শিক্ষাদান কেন্দ্র "বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড" প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সমাজের পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষাদান ও সামাজিক সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করছে এবং এই উপলক্ষে আগামী শারদীয়া উৎসবের সময়ে একটি বার্ষিক স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম।

আমি আশা করব এই সংস্থার সামাজিক কাজ উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাবে, এবং পরিশেষে এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবং কামনা করি সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি।

ক্ষিতি গোস্বামী
(ক্ষিতি গোস্বামী)
৫.৯.০৫

শ্রী উত্তম পাল,
বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড,
রাসবিহারী স্কুল রোড,
ন'পাড়া,
বারাসাত,
উত্তর ২৪ পরগণা।

Writers' Buildings, Kolkata - 700 001, Tel. : 2214-3161, Fax : 2214-4788

মনোহর তিরকী
রাষ্ট্র মন্ত্রী
পূর্ত বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ
কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ : দপ্তর - (০৩৩) ২২১৪-৫৫৮২
দূরবার্তা : (০৩৩) ২২১৪-১১৪১
আবাস : (০৩৩) ২৪৪০-০৪৫৬
(০৩৫৬৬)২৫৫২১৩
চলভাষ : ৯৪৩৪০৫৯২৮৫

কোলকাতা ....
ডি. ও. নং ....

MANOHAR TIRKEY
MINISTER OF STATE
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRITERS' BUILDINGS
KOLKATA-700 001

PHONE : OFFICE (033) 2214-5582
FAX : (033) 2214-1141
RESI. : (033) 2440-0456 / (03566) 255213
MOBILE : 9434059285

KOLKATA, THE 06/09/ 2006

D.O. NO. ....

: শুভেচ্ছা :

বারাসাতের অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র, "বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড" সমাজের অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের যে অবৈতনিক শিক্ষা ও সমাজ সচেতনামূলক অনুষ্ঠানে দীর্ঘদিন যাবৎ নিযুক্ত আছে জেনে খুশি হয়েছি।

"সোস্যাল স্কোয়াড" সমাজসেবা ও অবৈতনিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের উন্নতি সাধনে যে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে তা বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখে।

শারদীয়া উৎসবের প্রাক্কালে সোস্যাল স্কোয়াড যে স্মরণিকা প্রকাশের আয়োজন করেছে আমি তার সাফল্য কামনা করি। .

(মনোহর তিরকী)
মনোহর তিরকী
রাষ্ট্রমন্ত্রী
পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী উত্তম পাল,
সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে
বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড,
বারাসাত।

DR. SRIKUMAR MUKHERJEE
Minister of State-in-Charge
HOME (CIVIL DEFENCE) DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Writers' Buildings, Kolkata 700 001

সত্যমেব জয়তে

No. ....

শুভেচ্ছা

Kolkata, the .... 200........
৩১/৮/০৬

শ্রী উত্তম পাল,
সম্পাদক,
বারাসাত সোস্যাল ফোরাম,
বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা,

আমি জেনে খুবই আনন্দিত হলাম যে আপনারা সমাজের পিছিয়ে পড়া ছাত্র ছাত্রীদের অবৈতনিক ভাবে শিক্ষাদান করছেন। এবং এর পাশা পাশি নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বাড়াবার কাজে আপনারা ব্রতী হয়েছেন। এই কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে আপনারা এগিয়ে চলুন। আপনাদের এই কর্মকান্ড সাফল্যমন্ডিত হোক।

শ্রীকুমার মুখার্জী
৩১.৮.০৬

सत्यमेव जयते

Dr. Abdus Sattar

Minister of State
Minorities Development & Welfare and Madrasah
Government of West Bengal.

Phones
Office (033) 23593939, *Res* (033) 23445419, *(M)* 9433005419
e-mail abdussattar@rediffmail.com

Bikash Bhavan, Bidhannagar, Kolkata
Phone & Fax . (033) 23593939

Writers' Buildings, Kolkata
Phone & Fax (033) 22143066

No. 150MOS/MMD *dated 8th September, 2006*

Message

I am glad to know that like previous years "Barasat Social Squad" in the district of North 24-Parganas is going to publish a souvenir on the occasion of Sharadiya Utsav. It also gives me great pleasure that Free Education towards the weaker section of pupil for Class IX and X is being provided by the Social Squad uninterruptedly for last seven years. Besides that social awareness programmes are also observed.

I hope Barasat Social Squad will be able to achieve the goal and fulfil the dream of the people of good conscience.

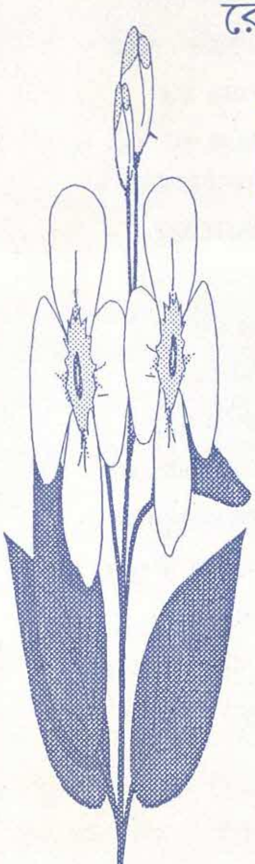
(Dr. Abdus Sattar)

Shri Uttam Paul
Barasat Social Squad
Rashbehari School Road
Na-para, Barasat
North 24-Parganas

বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড

রাসবিহারী স্কুল রোড, ন'পাড়া , বারাসাত, কোলকাতা-১২৪

রেজি ঃ নং - এস/আই/এল/৩০৯৮২



কার্য্যকরী সমিতি (২০০৬-২০০৭)

সভাপতি ঃ	শ্রী প্রদীপ চক্রবর্তী
সহ সভাপতি ঃ	শ্রী অমর দে

সম্পাদক মন্ডলী

শ্রী প্রাণগোপাল ভক্ত
শ্রী গোবিন্দ ঘোষ
শ্রী চিত্তরঞ্জন জানা
শ্রী অনুপম দাস
শ্রী উত্তম পাল
শ্রী অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

শ্রী অলোক মিত্র
শ্রী বিষ্ণু পদ সাহা
শ্রী অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
শ্রী অতীশ দেওয়ানজী
শ্রীমতি অনিমা দাস
শ্রী নারায়ন চন্দ্র দাস

বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড

সদস্য-সদস্যা - ২০০৬-২০০৭

- শ্রী অনুপম দাস
- শ্রী শুভাশীষ চট্টোপাধ্যায়
- শ্রী অমরেশ ব্যানার্জী
- শ্রী তুলসী দাস মুখার্জী
- শ্রী মধুসূদন ভট্টাচার্য
- শ্রী নীলোৎপল মুখার্জী
- শ্রী শ্যামল দাস
- শ্রী বিষ্ণুপদ সাহা
- শ্রী মৃণাল কান্তি দাস
- শ্রী গোবিন্দ আঢ্য
- শ্রী তপন মিত্র
- শ্রী সমরেশ মন্ডল
- শ্রী অতীশ দেওয়ানজী
- শ্রী শিবু সরকার
- শ্রী কল্যাণ চক্রবর্তী
- শ্রী নিরঞ্জন ঘোষ
- শ্রী অলোক মিত্র
- শ্রী উত্তম পাল
- শ্রী প্রাণ গোপাল ভক্ত
- শ্রী প্রদীপ (বাপ্পা) চক্রবর্তী
- শ্রী তাপস শঙ্কর দাস
- শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী
- শ্রী সাধন দাস
- শ্রী রুদ্রকান্তি চক্রবর্তী
- শ্রী নারায়ণ পাল
- শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী
- শ্রী দেবাশীষ ঘোষ
- শ্রী দেবপ্রসাদ দত্ত
- শ্রী সুধীর সেন
- শ্রী সুভাষ সাহা
- শ্রী অতনু দাস
- শ্রী তারাপদ গাঙ্গুলী
- শ্রী সাধন হালদার
- আকাশ মজুমদার
- শ্রী দীপক দাস
- শ্রী কালীপদ দে
- শ্রী চিত্তরঞ্জন জানা
- শ্রী শেখর দত্ত
- শ্রী শ্যামা পদ পাল
- শ্রী নারায়ণ দাস
- শ্রী গৌতম চন্দ
- শ্রী নিত্যানন্দ দাস
- শ্রী হরেন দত্ত
- শ্রী প্রণব ঘোষ
- শ্রী আশীষ দাশ
- শ্রী জগৎ জ্যোতিদেব
- শ্রী তরুণ চৌধুরী
- শ্রী মনতোষ বিশ্বাস
- শ্রী গোবিন্দ ঘোষ
- শ্রী অলোক কুমার বসু
- শ্রী রবীন্দ্রনাথ পাল

এবং

- শ্রীমতী অনিমা দাস
- শ্রীমতী লীনা চক্রবর্তী
- শ্রীমতী সুব্রতা চক্রবর্তী
- শ্রীমতী রুবী দাস
- শ্রীমতী সোনালী চন্দ
- শ্রীমতী তপতী মুখার্জী
- শ্রীমতী রুবী দাস
- শ্রীমতী শিপ্রা দত্ত চক্রবর্তী
- শ্রীমতী গায়ত্রী ব্যানার্জী
- শ্রীমতী শান্তি পাল
- শ্রীমতী নন্দিনী বসু
- শ্রীমতী কৃষ্ণা সুর (সরকার)
- শ্রীমতী কাকলী জানা
- শ্রীমতী গোলাপ ভক্ত
- শ্রীমতী শম্পা রায় (দাস)

উপদেষ্ঠা মন্ডলী

- শ্রী শ্যামাপদ দাস
- নির্মল চট্টোপাধ্যায়
- শ্রী ভুবন চন্দ্র কাণ্ডারী
- শ্রী সত্যপদ দাস
- শ্রী সুবল পাল
- ডাঃ অমিয় রতন ধর

সম্পাদকীয়—

আমাদের প্রিয়সাথী,

এই 'স্মারকগ্রন্থ-২০০৬' কে আমরা 'সোস্যাল স্কোয়াড গ্রন্থাগারের' এবং 'অবৈতনিক শিক্ষাদান কেন্দ্রের' উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আজকের দিনে নিয়মাবলের কর্মসিদ্ধির যুগে, আমাদের কয়েকজন সদস্যের অদূরন্ত উৎসাহ এবং নিরলস পরিশ্রমের ফল এই "স্মারক গ্রন্থ- ২০০৬", যা আমাদের সকলের গর্ব এবং নিঃসন্দেহে আর্থিক অবলম্বনও।

স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত করা অনেক পরিশ্রমের কাজ। সোস্যাল স্কোয়াডের কার্যকরী সমিতি গত বছরের মত এবারও আমাদের উপর একাজের দায়িত্ব অর্পন করেছে। আমাদের সংস্থায় একটি অলিখিত নিয়ম আছে যে, যাকে যখন যে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন সে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেন। শুধু বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করাই নয়, স্মারকগ্রন্থের সঠিক মান বজায় রাখাও আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

স্মারকগ্রন্থ প্রকাশে বিভিন্ন ব্যক্তির থেকে আমরা নানাবিধ সাহায্য পেয়েছি। কেউ বিজ্ঞাপন দিয়ে, কেউ পরিশ্রম দিয়ে কেউ পরিকল্পনা দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সোস্যাল স্কোয়াডের মূল্যায়ন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা দরকার আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতাই এই সংগঠনের মূলধন। এই সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা সমাজ-কে কিছু দিতে সচেষ্ট হই। সমাজের জন্য কিছু করা প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য। সোস্যাল স্কোয়াড বারাসাতের আর পাঁচটি ক্লাব সংগঠনের মত নয়, আমাদের সংস্থা বয়ে চলেছে স্রোতের বিপরীতে, বহু বাধা বিপত্তি পেরিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। অবৈতনিক শিক্ষাদান কেন্দ্র, ফ্রী ম্যাগাজিন লাইব্রেরী, রক্তদান শিবির, এইড্‌সও থ্যালাসেমিয়া- এর উপর আলোচনা চক্র, কুসংস্কার বিরোধী আলোচনা সভা ও পরিবেশ নিয়ে আলোচনা সভা, স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির, ডেঙ্গু প্রতিকারে প্রচার প্রকৃতি এ ধরনের বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচীর মাধ্যমে আমাদের সংস্থা তার সামাজিক কর্তব্য করে চলেছে কোন ব্যক্তি নয়, সংস্থাই আমাদের কাছে প্রধান, যারা আমাদের এই কর্মকান্ডের সঙ্গে নিঃস্বার্থ ভাবে সামিল হতে চান, তাদের জন্য সংস্থার দরজায় আমরা অভ্যর্থনার জন্য রইলাম।

বিনীত—

উত্তম পাল ও শেখর দত্ত

যুগ্ম আহ্বায়ক
(স্মারকগ্রন্থ ২০০৬, উপ-সমিতির পক্ষে)
বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড

বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড
অবৈতনিক শিক্ষাদান কেন্দ্র

শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলী
২০০৬ - ২০০৭

শ্রী তাপস শঙ্কর দাস	M.A., B-Ed.	শ্রী বানীব্রত রায়	M.A., B-Ed.
শ্রী প্রাণ গোপাল ভক্ত	M.Sc., B-Ed.	শ্রী সমরেশ মন্ডল	M.A., B-Ed.
শ্রী চিত্তরঞ্জন জানা	M.Sc., B-Ed.	শ্রী নিত্যানন্দ দাস	M.Sc. B.Ed.
শ্রী অমরেশ ব্যানার্জী	M.Sc., BT.	শ্রীমতী শম্পা রায়	M.A., B-Ed.
শ্রী তুলসীদাস মুখার্জী	B.Sc.,(Hons), B-Ed.	শ্রী জ্যোৎস্না দেবনাথ	M.A., B-Ed.
শ্রী ভূবন চন্দ্র কাওয়ারী	M.Sc., B-Ed.	শ্রী দেব প্রসাদ দাস	M.A., B-Ed.
শ্রী অনুপম দাস	B.Com.,(Hons)	শ্রী শুভ্রকান্তি চক্রবর্তী	M.Sc. B.Ed.
শ্রী শ্যামা পদ পাল	B.Sc.,(Hons),		
শ্রী উত্তম পাল	B.Com.		

9330887364

আমাদেক কথা

অবৈতনিক শিক্ষাদান কেন্দ্র

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সারা পশ্চিম-বঙ্গের সর্বত্র সাক্ষরতা অভিযান জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। সেই কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছেন সমাজের সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বর্গ। এই বিশাল কার্যক্রমে যখন সঠিক পথে এগিয়ে চলেছে তখনই দেখা দিল দারিদ্র সীমার নীচে থাকা অগনিত শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা। দেখা গেল এমন শিক্ষার্থী আছে যাদের মধ্যে প্রতিভা আছে আগ্রহ আছে। কিন্তু ন্যুনতম সুযোগ সুবিধার অভাবে তারা আশানুরুপ ফললাভে বঞ্চিত হচ্ছে।

ঠিক এই সময় বারাসাতের কিছু শিক্ষানুরাগী চিন্তাশীল মানুষ এটা উপলব্ধী করলেন। কিন্তু সমাধানের পথ অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তবু তাঁরা তাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে বারাসাত ষ্টেশন সংলগ্ন রাসবিহারী স্কুল রোডে ১৯৯৯ সালে গড়ে তুললেন "সোস্যাল স্কোয়াড" যার লক্ষ্য এই অঞ্চলের গরীব অথচ মেধাবি ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ বিনা বেতনে, ব্যক্তিগত তত্বাবধানে প্রতিটি বিষয় বিশেষ গুরত্ব সহকারে পড়ানোর ব্যবস্থা করা। কিন্তু সীমিত পরিসরে কেবল মাত্র ৯ম ও ১০ম শ্রেনীর স্বল্পসংখ্যাক ছাত্রছাত্রীর আসন সংকুলান সম্ভব হল। সেই প্রতিষ্ঠান এবার ৮ম বর্ষে পদার্পন করলো। প্রথম বর্ষে এর ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৬ জন এবং শিক্ষক শিক্ষিকা ছিল ১০ জন। আর সর্বক্ষন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে থাকতেন প্রচারবিমুখ কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। সেই থেকে এখান কার বিদ্যোৎসাহী মহলে এই প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা উত্তোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এই কেন্দ্রের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৫৮ জন এবং বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা ১৬ জন এরা প্রায় সকলেকোন না কোন বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করেন।

আমাদের এই শিক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রতিবছরই ছাত্র ছাত্রীরা কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে আসছে। বিগত ২০০৫এ এই কেন্দ্র থেকে ১২ জন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতির্ণ হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৫ জন ১ম বিভাগে, ৬ জন২য় বিভাগে ১জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে, ১ জন গণিতে ফেল করেছে। আমরা ভবিষ্যতে আরও ভাল ফলাফল আশা করি।

এই শিক্ষাকেন্দ্রে প্রতিবছর অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় উৎসব উদ্‌যাপন, সরস্বতী পূজানুষ্ঠান, শিক্ষামূলক ভ্রমন এবং বিভিন্ন মনীষীর জন্মদিন বিশেষ মর্যাদা সহকারে পালিত হয়।



ছাত্র-ছাত্রীগণ

বছরে দুটিপরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা ও ছাত্রছাত্রীদের বিষয় বিশেষ অবগতির জন্যে বছরে কমপক্ষে তিনবার অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় অভিভাবক শিক্ষক মত বিনিময়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করা হয়।

সবশেষে এই শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ মাননীয় শিক্ষকবৃন্দ ও যাদের সুযোগ্য সঞ্চালনায় এই প্রতিষ্ঠান প্রান পেয়েছে, সেইসব বন্ধুবর্গের উদ্দেশ্যে রইল আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শিক্ষা কমিটিরপক্ষে
প্রাণ গোপাল ভক্ত

কিছু আশা, কিছু প্রত্যয় —
এই শিক্ষাদান কেন্দ্রকে ঘিরে

'সকলের জন্য শিক্ষা, স্লোগানটি বাস্তবায়িত করতে হলে সরকারী কর্মসূচীর পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন।

সমাজের কাছে শুধু চাইলে হবেনা, তাকে দেবার মানসিকতাও গড়ে তোলা দরকার। বিভিন্ন দিকে দুঃস্থ, দরিদ্র মানুষের পাশে দাড়ানোর ঐতিহ্যকে মনে রেখে আমরা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের ছেলেমেয়েদের জন্যে শিক্ষাদান দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে কয়েকজন সুহৃদয় ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে অবৈতনিক শিক্ষাদান কেন্দ্র (নবম ও দশম শ্রেণী) গড়ে তুলেছিলাম।

১৯৯৮ সালের ১৫ই আগষ্ট — অবৈতনিক শিক্ষাদান কেন্দ্রের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা যে সংস্থা গড়ে তুলেছিলাম তা আজ বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে বারাসাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সংকোচহীন মনে বলতে পারি এলাকার মানুষ সংস্থার সদস্য - সদস্যা, শুভনাধ্যায়ীদের সহযোগিতা, ভালোবাসা আমাদের আত্মবিশ্বাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং "বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড" তার নামের সাথে সুবিচার করে এগিয়ে চলবে, এই সুযোগে বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াডের সংগে জড়িত শিক্ষক, শিক্ষিকা, সদস্য ও সদস্যা এবং সকল স্তরের সুহৃদয় ব্যক্তিদের আমি আন্তরিকভাবে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানাই।

আশাকরি আগামী দিনের প্রতিটি কর্মসূচীতে আপনার ও আপনার পরিবারের সহৃদয় সমুজ্জল উপস্থিতি ও আন্তরিক সহযোগিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না।

সকলের সুস্থ সবল নীরোগ শরীর ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

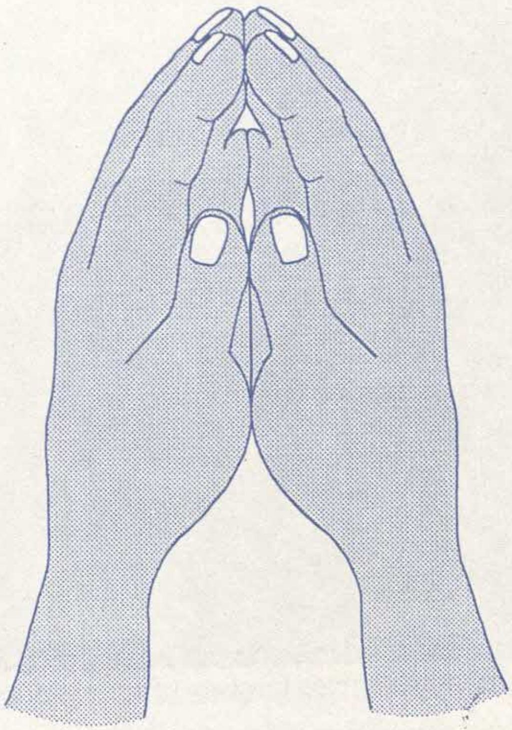
ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা সহ—



উত্তম পাল
আহ্বায়ক (২০০৬-২০০৭)

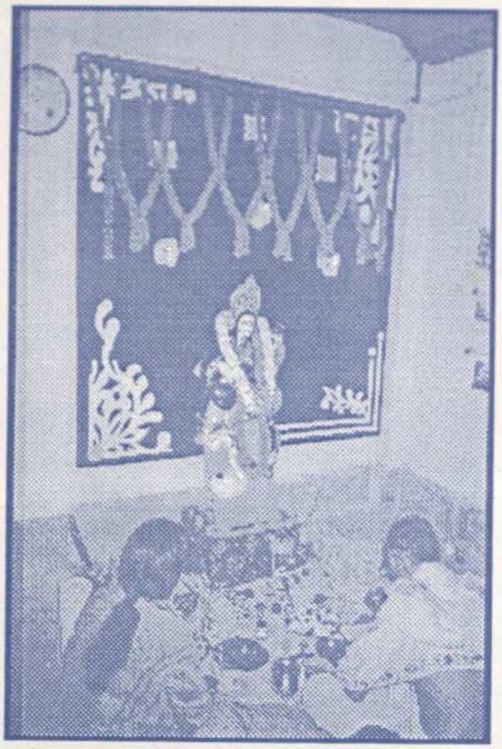


রবীন্দ্র প্রণাম



সরস্বতী পূজা

২০০৬





২০০৬ এ সরস্বতী পূজার আরাধনায় সংস্থার ছাত্র-ছাত্রীরা এবং শিক্ষিকা। পুরোহিতের ভূমিকায় সংস্থার শিক্ষক মহাশয় মাননীয় তুলসীদাস মুখার্জী।

(১১-০৬-০৬ তারিখের একটি আলোচনা সভার প্রতিবেদন)

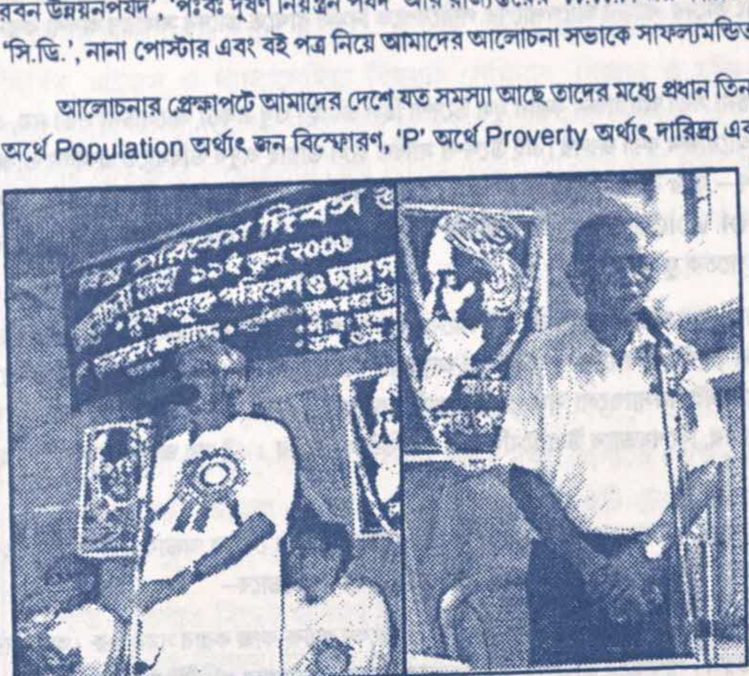
দূষণমুক্ত পরিবেশ ও ছাত্রসমাজ

শ্রী চিত্তরঞ্জন জানা (শিক্ষক)

ক্ষুদ্র অথচ সংবেদনশীল মনন সংস্থা হিসাবে বারসাতের অবৈতনিক শিক্ষক দান কেন্দ্র (সোস্যাল স্কোয়াড) একটি সুপরিচিত নাম। এই সংস্থাটি শিক্ষানুরাগী মানুষের ঐকান্তিক সহাযোগিতায় এলাকার কিছু দুস্থ ও শিক্ষায় সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়া পরিবারের স্কুল পড়ুয়া নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দীর্ঘ দিন যাবৎ পথ চলা শুরু করেছে। পাঠদানের পাশাপাশি খানিটা দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যে ৫ই জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' এর প্রেক্ষাপটে 'দূষণমুক্ত পরিবেশ ও ছাত্রসমাজ' এই শিরোনামে ১১ই জুন ২০০৬ - এ একটি মনোজ্ঞ সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত প্রধান বক্তা বোটানিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার এক্স সিনিয়ার সাইনটিস্ট শ্রদ্ধেয় ডঃ দুলাল চন্দ্র পাল, শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ্ ডঃ অমিয় রতন ধর, সোস্যাল স্কোয়াডের সভাপতি ও বারাসাত পৌরসভার পৌরপ্রধান শ্রী প্রদীপ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রমুখ মহা মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন। এর জন্য আমরা ডঃ পালের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সেই সাথে উষ্ণ হার্দিক অভিনন্দন জানাই 'পঃবঃ সুন্দরবন উন্নয়নপর্ষদ', 'পঃবঃ দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্যদ' আর রাজ্যস্তরের 'W.W.F.' এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বর্গকে যাঁরা সুন্দরবনের উপর তৈরী করা দুটি 'সি.ডি.', নানা পোস্টার এবং বই পত্র নিয়ে আমাদের আলোচনা সভাকে সাফল্যমন্ডিত হতে সাহায্য করেছেন।

আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে যত সমস্যা আছে তাদের মধ্যে প্রধান তিনটি সমস্যাকে Triple 'P' -দিয়ে ভূষিত করা যায়। 'p' অর্থে Population অর্থ্যাৎ জন বিস্ফোরণ, 'P' অর্থে Proverty অর্থ্যাৎ দারিদ্র্য এবং তৃতীয় 'P' অর্থে Pollution যার মানে দূষণ অথবা প্রকৃতির অবক্ষয়। আসলে প্রথম দুটি 'P' - ই দুষনের প্রকৃত জন্মদাত্রী।



মানুষ প্রকৃতিরই সন্তান। যে প্রকৃতি আমাদের প্রেরনার উৎস, সমস্ত জ্ঞান গরিমার উৎস, যে প্রকৃতি যুগে যুগে সুমহান সভ্যতা গুলোর রূপকার সে আজ নানা কারনে রিক্ত, লাঞ্ছিত, কুলষিত। প্রকৃতির রাজ্যে ভারসাম্য হীনতার ফল স্বরূপ দেখা দিয়েছে পৃথিবী ব্যাপী উষ্ণায়ন, দূষণজনিত নানা রোগব্যাধি, নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়-খরা, বন্যা, ভূমি ধ্বস, অনাবৃষ্টি, মরুকরণ, শতাব্দীর ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা সুনামি (২৬শে ডিসেম্বর'০৪) ইত্যাদি। প্রকৃত্রির অবক্ষয়-এর ফলে প্রকৃতির জীব বৈচিত্র আজ বিপন্ন, তার সাথে মানুষের অস্তিত্বও। এর পরিণামের দিক গুলি খুব ভয়াবহ। বিশ্বব্যাপী হলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতে, এ সমস্যা আরো প্রকট। কারণ বিষদ ব্যাখ্যায় না গিয়ে এটুকু বলা যায় প্রকৃতি থেকে মানুষ যা কিছু গ্রহণ করে মহীয়ান হয়েছে সে গুলো ঠিক ঠিক মত প্রকৃতিতে ফেরৎ না যাওয়া। তাছাড়া বিপুল জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে মানুষের সীমাহীন লোভ, অবৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও সে গুলোর যথেচ্ছ ব্যবহার, অনৈতিকতা অবিবেচনা প্রসূত কার্যকলাপ, সম্পদের অসম বন্টন, বিশ্বের বাজার ব্যবস্থা, অনুপোযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গুলো এই সমস্যাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। তার জন্যেই পরিবেশ আজ সংকটের সম্মুখীন। দেশের বনভূমি আজ সংকুচিত হতে হতে গড়ে শতকরা মাত্র ২০ ভাগে নিচে এসে দাঁড়িয়ে। পশ্চিমবঙ্গে এর পরিমান আরও কম, শতকরা ১৪ ভাগ মাত্র। অথচ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে গেলে বনভূমির পরিমান দেশের মোট আয়তনের ৩০-৩৩ ভাগ অবশ্যই থাকা দরকার। আর কোন অঞ্চলে বসতির স্থায়ী নীতি গড়ে তুলে গেলে গাছ পালা এবং মানুষের অনুপাত হওয়া উচিত ৯৯ : ০১।

আমাদের দোসর জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা 'বাদাবন' — ভয়ঙ্কর সুন্দর সুন্দরবনের কথাই ধরুন না। এত বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য (বাদাবন) পৃথিবীতে বিরল। বাদাবন হিসাবে এত জীব বৈচিত্র আর কোথাও দেখা যায় না। তার মাথায় আজ পরানো অনেক মুকুট - 'সংরক্ষিত বনভূমি'- 'অভয়ারণ্য' - 'সংরক্ষিত জীব মন্ডল' (১৮৮৪) - 'জাতীয় উদ্যান' (১৮৮৮)। সর্বোপরি UNESCO দ্বারা ভূষিত 'World Heritage Site' , আজ কতখানি বিপন্ন ১১-০৬-০৬ তারিখে আলোচনা সভায় সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যদ প্রদত্ত সুন্দরবনের বাদাবনের উপর যে দুটি সি.ডি.- এর মাধ্যমে তথ্যচিত্র পরিবেশিত হয়েছিল তা দেখে শুনে আমরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি।

আমরা যারা এখানে সম্মিলিত ভাবে এলাকার পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পাঠ দান করি, এদেরকে শিক্ষা দান করি বললে ভুল হবে; আসলে শিক্ষাবিদ্ মাকারাঙ্কো, বিবেকানন্দের কথায় ওদের কে শিক্ষা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, তাদের মধ্যে জন্মগত সুত্রে এবং প্রকৃতি গতভাবে যা কিছু উৎপাদান আছে সেগুলো যাতে অঙ্কুরে বিনষ্ট না হয় তার জন্যেই, শিশু ছারা গাছ গুলোকে বাঁচিয়ে রাখার মত তাদের কে একআধটু আলো বাতাস জল দান করি মাত্র। তাই পাঠ দানের পাশাপাশি স্কোয়াডের ছাত্র-ছাত্রীরা পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠুক, পরিবেশের সাথে তাদের সম্যতা, গড়ে উঠুক এটা আমরা চাই। ১১-০৬-০৬.তারিখ-এর আলোচনা সভাটা ছিল খানিটা সেই বেড়াদানের মতোই।

আশা করি উক্ত আলোচনা সভায় ডঃ পাল ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ গন সে সব মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন তার দ্বারা আমাদের স্কোয়াডের ছাত্র-ছাত্রীরা, তাদের বাড়ির লোকজন উপকৃত হয়েছেন, তাদের সাথে আমরাও। বক্তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরাই নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পেরেছে প্রকৃতিকে এবং তাদের বাড়ির আশেপাশের পরিবেশকে নির্মল রাখতে তাদের সাধারণ অবশ্য করনীয় গুলো কি কি।

আসলে এই ধরনের গুরত্বপূর্ণ আলোচনা সভা আয়োজন করার মূল উদেশ্য ছিল এটাই। শুধু একটা আলোচনা সভা নয়, এই ধরনের আলোচনা সভা আরও বেশিবেশি করে আয়োজন করা জরুরি। এই উদ্দেশ্য সাধিত হলে তারাই অদুর ভবিষ্যতে একদিন ভাবতে শিখবে — আমাদের মাথার উপরে এইটাই আকাশ — তার নীচে এইটাই পৃথিবী এবং এই পৃথিবী শুধু মানুষের জন্য নয়। তখন তারা শুধু 'একটি গাছ বহু প্রান', 'Voice the Voice of Voiceless' এই স্লোগান গুলোকে কেবল পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ রাখবে না। তারাই একদিন ভবিষ্যতে ' উষর মাটিকে সাজাবে শতেক ফুলের সাজে ।

শুধু ঘনঘন এই ধরনের সভায় আয়োজন করলে হবেনা, যারা এই ধরনের সভায় আয়োজন করবে তাদেরকেও সত্যিকারে প্রকৃতিকে ভালো বাসতে হবে, প্রকৃতির সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের কথা যথাযথ অনুধাবন করতে হবে, সাধারন মানুষের দারিদ্র্যর সাথে প্রকৃতির অবক্ষয়ের সম্পর্কের বিষয় অনুসন্ধান করে যেই সমস্যাগুলো সমাধানের প্রয়াসী হতে হবে। এসব জটিল মহৎ চিন্তা - ভাবনা ও কাজগুলো শুধু আমাদের নয়, সমগ্র সমাজের, রাজ্যের, বিশেষভাবে উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রের । এই সব জটিল ভাবনা ও মহৎ কাজের আমরা অতি ক্ষুদ্র অংশীদার মাত্র।

আমাদের স্কোয়াডের নানা প্রতিবন্ধকতা আছে, যেমন অর্থাভাব আছে, আছে স্থানাভাব। তবে যেটার অভাব নেই তাহল মহৎ প্রয়াসের আর সুন্দর চিন্তাভাবনার। এক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা গুলো সবার চিরন্তন ভাবনায় রুপায়িত হউক এইভাবে—

"পৃথিবীকে রক্ষা করতে চাই সবুজায়ন। পৃথিবীকে একটা সুযোগ দিন। পরিবেশ শতক-কাজ করার সময় শুরু । আমাদের পৃথিবীই আমাদের ভবিষ্যৎ একে সযত্ন করে রক্ষা করুন। পৃথিবীতে জীবনের জন্য সমুদ্রকে বাঁচান । আমাদের পৃথিবীই আমাদের বাসস্থান। আমাদের ঘরবাড়ি। আমরা মানুষরা এই ধরিত্রীর পরিবেশ রক্ষায় বদ্ধ পরিকর । এক পৃথিবী এক পরিবার। দারিদ্র্য ও পরিবেশ এই সম্পর্ক ভেঙে দিতে হবে। একটাই পৃথিবী যত্ন করুন ও ভোগ করুন। জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে প্রয়োজন সার্বিক সহযোগিতার । শিশু ও আমাদের পরিবেশ । গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্লোবাল ওয়ার্নিং। পরিবেশ নিয়ে ভাবলে উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী । পরিবেশের আশ্রয় মাথায় ছাদের থেকেও বেশি। শান্তির জন্য বৃক্ষ রোপন ।

প্রবন্ধ আর দীর্ঘায়িত না করে আসন্নশারদীয় উৎসবের দিনগুলো সবার কাছে উজ্জ্বল প্রানবন্ত হয়ে উঠুক এই শুভ কামনা করে, আপনাদের সবার ঐকান্তিক সহযোগিতায় সোস্যাল স্কোয়াড উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক এই আশা রেখে এখানে ছেদ টানছি।

বার্ষিক সাধারণ সভা

সোস্যাল স্কোয়াড

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

'চরৈ বেতি' — এগিয়ে চলো। শাশ্বত এই বানী আজ আমাদের পাথেয়। কিন্তু সাথে সাথে মনে পড়ে 'পশ্চাতে ফেলিছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে' - কবিতার পংক্তি দুটি। সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টায় আর এই উত্তরণের একমাত্র পথ শিক্ষা। তাই ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালানোর কাজে আমরা যেমন ব্রতী থেকেছি তেমনি সচেষ্ট হয়েছি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন - সচেতনতা বৃদ্ধিতে, রক্তদান, এইড্স ও থ্যালসেমিয়া বিষয়ক সেমিনার, বিজ্ঞান মনস্কতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি অনুষ্ঠান গুলি এই কর্ম সূচীরই অঙ্গ।

অনুষ্ঠান সমূহ ঃ— গতবছরের প্রতিবেদনে আমরা জানিয়েছিলাম যে বেশ কিছু অনুষ্ঠান ইচ্ছা থাকলেও আমাদের পক্ষে করে ওঠা সম্ভব হয়নি। আজ ঠিক একবছর পরে ঐ একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা স্বগর্বে জানাচ্ছি যে ঐ অনুষ্ঠানগুলির প্রায় সবকয়টিই আমরা আমাদের সংস্থার মাধ্যমে করতে পেরেছি। বাৎসরিক বনভোজনে, বিজয়া সম্মেলনী, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমন, রবীন্দ্র - নজরুল সন্ধ্যায় মত চিরাচরিত অনুষ্ঠান সমূহ ছাড়াও আমরা গত বছর রক্তদান শিবির, এইডস্ ও থ্যালাসেমিয়া বিষয়ক সেমিনার, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদি সমিতির - 'সংস্কার-কুসংস্কার' প্রভৃতি ব্যতিক্রধর্মী অনুষ্ঠানগুলিও সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি। ঐ প্রতিবেদনই আমরা যোগ ব্যায়াম কেন্দ্র খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা করে ওঠা সম্ভব হয়নি। এজন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

অবৈতনিক শিক্ষাদান কেন্দ্র ঃ- সংস্থা পরিচালিত অবৈতনিক শিক্ষাদান কেন্দ্র' আলদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। সংস্থার জন্মলগ্নে আমাদের স্বপ্ন ছিল দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি অবৈতনিক শিক্ষাদান কেন্দ্র চালু করা। ঐ কেন্দ্রটি আজ নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দিনকেদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ও পরিক্ষার ফলও খুব ভাল হচ্ছে। গত বছর এই কেন্দ্রে পড়াশুনা করে ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। এই ১৩ জনের মধ্যে রাজীব পাঁচটি বিষয়ে লেটার সহ ষ্টার নম্বর পেয়েছে। এছাড়া দুই জন প্রথম বিভাগে ও নয় জন দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে। বাকি একজন গণিতে কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছে। বর্তণান বছরে নবম শ্রেণীতে ৪০জন এবং দশম শ্রেণী ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। এই বছর আমরা ৩০ জন দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে ৪৫টি টেক্সট্ বই দিয়ে সাহায্য করেছি। ভবিষ্যতে এই কর্মসূচী আরো ব্যপক হবে বলে আশা আছে।

ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই জীবন। সংস্থাও তার ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়, তা আমরা সবসময় নিজেরা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করি। সংস্থা সংক্রান্ত ব্যপারে যদি কারো কোন সুপরামর্শ ও প্রস্তাব থাকে তাহলে তা সাদরে গৃহিত হবে। কেউ যদি সংস্থার কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করতে চান তাহলেও কোন বাধা নেই। আসুন সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা সংস্থাকে আরও অনেক দুর এগিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের স্লোগান হোক 'চরৈ বেতি'।। সকলকে শারদীয়া প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এখানেই শেষ লেখা করলাম।

।। বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড দীর্ঘজীবি হোক ।।

অনুপম দাস

(সম্পাদক মন্ডলীর পক্ষে)

সোস্যাল স্কোয়াডের সামাজিক কর্মসূচী

রক্তদান শিবির



অবৈতনিক শিক্ষাদান কেন্দ্রের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতাকে মাথায় রেখে সোস্যাল স্কোয়াড গত ১ অক্টোবর জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবসে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিল। উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশান বারাসাত শাখার সম্পাদক ডাঃ সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায়, থ্যালেসেমিয়া রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গোপেশ্বর মুর্খাজি, বারাসাত পৌরসভার মেম্বার ইন কাউন্সিল (স্বাস্থ্য) ডাঃ তপন বিশ্বাস, ২৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সত্য পদ দাস, ২৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রত্না ভট্টাচার্য্য ২৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ডাঃ দুলাল দাস সহ আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনে সদস্যদের মধ্যে ৩০ জন রক্তদান করেন।

কুসংস্কার বিরোধী আলোচনা সভা



সম্প্রতি সোসাল স্কোয়াডের পরিচালনায় ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির যৌথ উদ্যোগে কুসংস্কার ও বিজ্ঞানমনস্কতা বিষয়ক আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সভাপতি তথা পুরপ্রধান প্রদীপ চক্রবর্তী, পাশে যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ। এদিন কুসংস্কার বিরোধী বিভিন্ন ঘটনা প্রবীর ঘোষ হাতে - কলমে সাধারণ ঘরভর্তি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

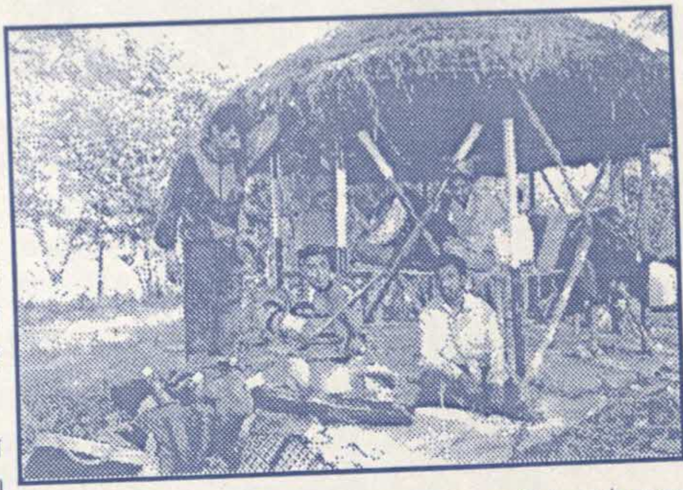
অ ব কা শ

— অনিমা দাশ

অবকাশ অবসর অথবা ছুটি যে ভাবেই ভাবি না কেন আসল কথা হল একমুঠো স্বস্তির শ্বাস-প্রশ্বাস উপভোগ। দৈনন্দিন কাজ থেকে কিছু সময়ের অবসর। কর্মক্লান্ত মানুষের জীবনে শরীর ও মনকে নতুন উৎসাহে ও কর্মশক্তিতে সঞ্জীবিত করে তোলে। তাই তো কবি বলেছেন— " কে বলে অবকাশটা নিশ্চল! যাহারা অবকাশ রসের রসিক, তাহারা জানে বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়।"

আমাদের জীবন প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বাঁধা। সেখানে কেবলই ব্যস্ততা, কেবলই এক ঘেয়েমি সেই সাথে টেনশান ও দমবন্ধ গুমোট আবহাওয়া। তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত অবকাশ মন সব সময়ই প্রত্যাশা করে। ভ্রমন পিপাসু মানুষ কখনও ছুটে যায় উত্তর মেরু বা দক্ষিনমেরুর দুর্গম হাতছানিতে। কখন ও বা সমুদ্রের গর্জন, কখন ও বা পাহাড়ের গাম্ভীর্য বা অরন্যের নির্জ্জনতা উপভোগ করতে।

সোস্যাল স্কোয়াড এমনই একটি সংস্থা যারা বিভিন্ন কর্মসূচী, যেমন — পরিবেশ দূষণ, নিয়ন্ত্রন, অবৈতানিক শিক্ষাদান কেন্দ্র, রক্তদান শিবির ও অন্যান্য সমাজ সেবা মূলক কাজের পাশাপাশি প্রতিবছর 'সোস্যাল স্কোয়াড পরিবারভুক্ত, সদস্যদের নিশ্চিত অবকাশের একটি সুযোগ আমাদের সামনে এন দেয়। এবার আমাদে র গন্তব্য ছিল ইচ্ছামতীর বুকে সদ্য জেগে উঠা 'মাছ রাঙা দ্বীপে' চড়ুইভাতি।



গত ১৫ই জানুয়ারী রবিবার সকাল বেলা বারাসাত স্টেশনে সকলের জমায়েত হওয়ার কথা। মনে খুব অস্বস্তি ও উৎকন্ঠা - বোধ হয় সবচাইতে বেশী আমারই ছিল। কেন না আমার 'কর্তা, মহাশয়টি তার দায়িত্ব পালনের অজুহাতে 'কাক-ভোরের ট্রেনে আরো কয়েকজনের সাথে আগেই চলে গেছেন। ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে ঠিক সময়ে যদি স্টেশনে গিয়ে না পৌছতে পারি, তবে দল ছুট হয়ে পরের ট্রেনে একা যেতে হবে এই আশঙ্কাটা ছিল। চেষ্টা করলাম যতদুর সম্ভব গুছিয়ে নিয়ে ঠিক সময়ে স্টেশনে পৌছনোর মাঝে 'বিষ্ণু একবার এসে খোঁজ নিয়ে গেল।

শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পরছে। সকাল আটটায় ট্রেন। ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে আসছিল বলে বেশ ভীড় ছিল। কোন ক্রমে ঠেলেঠুলে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আমরা বিভিন্ন কামরায় উঠে পড়লাম। বসার জায়গাতো হলোই না। রবিবারের ট্রেনে এত ভীড় দেখে একটু অবাক লাগল। ক্রমে ক্রমে অনেকের সাথেই আলাপ জমল জানতে পারলাম তাদের ও গন্তব্য 'মাছরাঙা দ্বীপ'। হাসনাবাদগামী ট্রেনে চড়ে হাসনাবাদের পৌছে আবার Boat- এ করে যেতে হবে দ্বীপে। হাসনাবাদে পৌছে দেখলাম যে, চা খাওয়ার কাপ নেওয়ার দয়িত্বটা আমার ছিল সেটা আমি ভুল করে বাড়ি ফেলে গিয়েছি। অগত্যা সেখান থেকে কাপ কিনে নিতে হল। এবার Boat -এ উঠছি। ছেলে ছিল আমার পেছনে। আমি ওঠার পর জানা গেল আর বেশী লোক নেওয়া যাবে না। মানে ওকে অন্যদের সঙ্গী করে দিয়ে আমাকে আগেই চলে যেতে হল। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। যাইহোক এসেই সকলে গরম গরম Breakfast সেরে নিলাম। সোস্যাল স্কোডায়ের যে সকল কর্মকাতারা আগে এসেছিলেন তারা ঠিক সময় মত আমাদের Breakfast ও Lunch -এর ব্যবস্থা রেখেছিলেন। লুচি, তরকারি, মিষ্টি ও কফি।

এরপর কিছুক্ষন জমিয়ে আড্ডা চলল। তার সাথে ছিল বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক খেলা ও অন্তাক্ষরী, আমাদের সাথে গিয়েছিলেন দেবপ্রসাদ বাবু, তিনি খুব সুন্দর বেহালা বাজান। আমরা অনেকক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনলাম ও উপভোগ করলাম। দু'একজন আবার গলা ও মেলান। কেউ করল গান, কেউ আবৃত্তি। এই সময় হঠাৎ মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছি না।

তারপর একজন এসে খবর দিল আমাদের ঠিক পাশেই অন্য আর একটি Picnic Party গেছে তাদের কাছে আছে। সত্যি যত বিপত্তি সব আমি ঘঠাছি। সেখানে গিয়ে দেখলাম একজনের কোলে দিব্যি আরামে বসে কমলালেবু খেয়ে যাচ্ছে। যখন আড্ডায় মশগুল ছিলাম কখন পায়ে পায়ে হেঁটে চলে এসেছে।



এরপর ওকে নিয়ে এসে কিছুক্ষণ ইছামতীতে Boating হল। দেখলাম— 'জলের দাগ' - এর মত একাকার হয়ে গেছে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ ইছামতীতে। আর একটা জিনিস দেখলাম দ্বীপের চরে পলি ভরাট করার জন্য বাঁধা হয়েছে বাঁশের মাচা। সাধ্য প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরিয়ে আনার কি প্রচেষ্টা এখন তার প্রকৃতি তার আপন মহিমায় চলে না, মনে পড়ল তিন চার বছর আগে হবে, যখন প্রথমবার এখানে আসি তখন কি দারুণ মনোরম ছিল দ্বীপটা। মানুষ সবেমাত্র আসে যাওয়া শুরু করেছে। আর এখন এত মানুষ জানাজানি হয়ে গেছে যে, এবার বিভিন্ন পিকনিক দল গুলোর মধ্যে। তাবুর দুরত্ব বড় জোর দশ পনোর হাত। যাই হোক Boating হল, খুব মজা হল। ফিরে এসে পেট পুরে খাওয়াও হল। ডাল, আলু চিপ্‌স, মাছ ভাজা, মাছের ঝোল, মাংস, চাটনি, পাঁ পড়ঁ, মিষ্টি। এরপর হল Prize distribution এবার ঘরে ফেরার পালা। ফেরার সময় আবার ভাগ হয়ে হয়ে তিনবারে ফিরলাম। এবার মেয়ে আগে চলে গেল। একেবারে শেষে যখন আমি উঠাতে যাবো তখন জোয়ারের টানে Boat ঘাটে ধরে রাখা যাচ্ছিলনা। অগত্যা পরে অল্প কয়েকজন ও পিকনিকের বিভিন্ন আসবাবপত্রের সাথে আমরা এলাম। পাহাড়ে যেমন তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে নামে তেমনি নদীতে নেমে আসল। হাসনাবাদে পৌঁছে আবার ট্রেন ধরার পালা।

ফেরার সময় আমার কেমন মনে হচ্ছিল। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। আর বুদ্ধি হল তার প্রধান হাতিয়ার। শ্রম, আর দক্ষতা দিয়ে প্রকৃতির ভান্ডার থেকে মানুষই এনে ছিল অজস্র মনিমানিক্য। বায়ু হল তার শ্বাস-প্রশ্বাস, জল হোল জীবন। একদিন প্রকৃতি আর পরিবেশের মধ্যে যে ভারসাম্য ছিল আজ নানা রকমের দুষণে তা বেসামাল। সভ্যতা বিস্তারের নামে মানুষ ক্রমাগত গ্রাস করে চলেছে গ্রাম তথা অরণ্যকে। একদিন কিন্তু গ্রাম জীবনই ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বচ্ছল। উদার আকাশ, মুক্ত বায়ুর মধুর স্পর্শ, পাখী কলতান, খোলা মাঠে উদাত্ততা, সুর্যের প্রথম আলো লালিমা চিরকাল মানুষকে টেনেছে।

আজ বিশ্বজুড়ে বায়ু দূষণ, শব্দ দূষন, জল দূষণ, বাতাসের ওজনস্তর দূষণ প্রতিনিয়ত চলছে। বাতাসে মিশে যাচ্ছে বিষাক্ত সিসা, পারদ, সালফার-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মোনো-অক্সাইড আরো কত কি। জলে মিশছে পেট্রোলিয়াম, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা, কলকারাখানা সার, আমোনিয়া, সায়ানাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ন্যাপথলিন-ফিনল ইত্যাদি। দূষনের তালিকায় শব্দ দূষণও পিছিয়ে নেই। নানা রকম যানবাহন, কলকারখানা, বাজি- প টকার কান ফাটা আওয়াজ। বারোমাসে তেরো পর্বনের মত্ততার প্রকাশ চিৎকার-চেঁচামেচি, মাইকের চড়া সুর । যার ফল শ্রুতি হিসাবে এখন দেখা যাচ্ছে মানুষের নানা রকম জীবন দায়ী উপসর্গ ও মারন রোগ। ঋ তু বৈচিত্রে ও একটু বেশী রকমের বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। সে আর তার নিজস্ব নিয়েমে চলে না। তার গতি পাল্টেখরা অকাল- বর্ষন, ঝড়-জল । কুয়াশা, সুনামি, ভুমিকম্প এমন আর ও কত প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে ডেকে এনেছে। মানুষ এখন সর্বক্ষন ভুগছে মাথা ধরা, শ্বাসকষ্ট, হাপানিঁ, দীর্ঘস্থায়ি ব্রংকাইটিস, ফুসফুস ক্যানসার এ জাতীয় নানা ব্যাধির ।

সভ্যতা বিস্তারের নামে মানুষ ক্রমাগত গ্রাস করে চলেছে প্রকৃতিকে , আধুনিক যুগের ইট কাঠ পাথরের সভ্যতায় ক্লান্ত হয়ে আজ থেকে প্রায় একশত বছর আগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলে ছিলেন –

" দাও ফিরে সে অরন্য লও এ নগর "

কিন্তু আজকের নগরায়নে কবিকে কি লিখতে উদ্দিপীত করত আমার জানা নেই । দ্রুত নগরায়নের ফলে দুষিত হচ্ছে বাতাসের ওজন স্তর , তরিতরকারি মাছ ফলমুল ইত্যাদি নষ্ট হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি , শ্রবন ক্ষমতা দেখা দিচ্ছে মানযিক বিপর্যয় , রক্তচাপ অনিদ্রা, স্নায়ুবিক অস্থিরতা এমনকি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

আজকের পৃথিবীতে কোন শিশুই মুক্ত পরিশোধিত পরিবেশে জন্মাতে পারেনা । বহুদিন আগে কবি সুকান্ত বলেছিলেন।

" এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার "

পরিবেশ দুষনের রক্ষা করতে এমন বহু জন , 'আমি' যদি দল বদ্ধ হই তবেই হয়তো সত্যিই একদিন সম্ভব হবে পরিবেশকে দুষণমুক্ত করা । তা না হলে এই মহান কর্মযজ্ঞ কারোরই একাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয়। আজ সময় এসেছে এ কথা ভাবনার যে, "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।" সকলের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে পরিবেশ সচেতনতা ।

পরিতাপের বিষয় দুষনের কথা ভেবে মানুষ আজ আতঙ্কিত । তাই বিভিন্ন দুষনকে নানা রকম প্রক্রিয়ায় অপসারনের চেষ্টা চলছে। দুষন সমস্যা আজ সভ্য মানুষের কাছে এক আতঙ্ক । 'মানুষের পরিবেশ, নিয়ে স্টকহোম এ সম্মিলিত জাতীপুঞ্জে এর অধিবেশন হয়ে গেছে। সব দেশেরই জাতীয় স্তরে গঠিত হয়েছে পরিবেশ স্বংস্থা । টেমসের জলে আবার শ্যামন মাছ খেলা করছে। গঙ্গাঁর জলের দুষণ মুক্তির কাজ চলছে। ভারতে ও প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস রুপে পালিত হচ্ছে। দুষন প্রতিরোধের কবচকুন্ডল যে হয়তো অচিরেই পেয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শিক্ষার পাঠ্য সূচীর অর্ন্তগত করেছেন 'পরিবেশ পরিচয়ের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রী তথা বৃহত্তর সমাজকে পরিবেশ সচেতন করতে। তাছাড়া সামাজিক জীব হিসবে আমাদের কিছুটা কর্তব্য থেকেই যায়। তাই কয়েকটা অতি সাধারণ কাজকে যদি নিয়মের মধ্যে ফেলে follow up করতে পারি, যেমন - নিজের এলাকার অবর্জনার স্তুপকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান অপসারণ করা বা পুড়িয়ে ফেলা। বৃক্ষরোপন বা রক্ষা করা। মানুষের ব্যবহৃত জলাশয়ে গরু-মোষ ইত্যাদিকে স্নান না করানো। পুকুর পাড় পরিষ্কার রাখা। শব্দ, জল, বায়ু ইত্যাদিকে একটু লক্ষ্য রেখে ব্যবহার করা। প্রতিবেশীর ক্ষতি হয় এমন কাজ না করা।

আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রায়াশের ফলে আমরা খুব তাড়াতাড়িই আবার নির্মল প্রকৃতিকে ফিরে পাবো। মাছ রাঙা আবার মা-ছ-রা-ঙা হয়ে উঠবে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতা বাড়াতে সোস্যাল স্কোয়াড এর বাৎসরিক বনভোজনের স্থান নির্বাচন অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। সর্বপরি বারাসাত বা তার পার্শ্ববতি সাজানো বাগানে বনভোজনের চাইতে এই ধরনের Outing ও বনভোজন একান্তভাবে কাম্য। আশ করবো আগামী বছর গুলিতেও এভাবেই আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির একাত্ম হওয়ার সংযোগ সংস্থা করে দেবে। এর ফলে আমাদের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি বাড়বে পরিবেশ সচেতনতা।



ধর্ম ও বিজ্ঞান

— সুরজিৎ নন্দী (প্রাক্তন ছাত্র)

ধর্ম তো সেই আসছে চলে
প্রাচীন যুগ থেকে
বিজ্ঞান তো একই সাথে
পা মিলিয়ে চলে
তবু তাদের মধ্যে
বিরোধ এতো তীব্র
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে
তারা শুধু সচেষ্ট।
ধর্ম তো মানুষকে
অন্ধকার থেকে এনেছে আলোর পথে,
তবুও তার প্রচন্ড আত্মগরিমা
আঘাত করেছে মানুষকে বারেবারে।
বিজ্ঞান যে ভালোর দিশারী
শুরু তো তাই নয়
তারও অনেক গলদ আছে
এইতো মনে হয়।
ধর্মের অহিফেন গন্ধে মানুষ হয়েছে যখমবুদ
বিজ্ঞান তাকে বাঁচিয়েছে
ভাঙিয়েছে তার ঘুম।
বিজ্ঞান যখন ধর্মকে বলে
পরাজয় কর স্বীকার
আমি এসেছি ...
মানুষের মনকে করবো জয়
এ আমার দৃঢ় অঙ্গিকার।
ধর্ম তখন বিজ্ঞান কে বলে
যা যা তোর গলা সাধা থা
বিজ্ঞান যখন চেঁচিয়ে বলে
আমার আছে প্রযুক্তি,
আমার আছে কম্পিউটার ল্যাপ্‌টপ
ধর্ম তখন বলে ওঠে
আমার আছে পোকা, জাথঠ।
ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই সংঘর্ষ
করেছে তৈরী মানুষ,
এর সমাধান সূত্রও
বের করতে পারে মানুষ
ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই বিভেদের বাঁধ
ভেঙ্গে মানুষ দেবে
শান্তি আবার আসবে ফিরে পৃথিবীতে।

—— ——

ক্যান্সার

— ইলা বসু

একদিন সে এসে ছিলো
স্বপ্ন নিয়ে দুচোখ ভরে
হটাৎ সে যে চলে গেল
ভাবব আমি কেমন করে
কচি ঘাসের মতন তাঁকে
পালন করে বুকে পিঠে
মুখে সদাই মিষ্টি কথা
মিষ্টি হাসির উছল পুরে
ছিন্ন করে নিয়ে গেল
অচেনা এক অচিন পুরে।
দুরন্ত এক ক্যান্সার এসে
বুকের মাঝে বাঁধলো বাসা।
সকল ভাসা হারিয়ে গেল,
মিটলো না আর কোন আশা।
দুচোখ ভরে নামলো আধাঁর
স্বপ্ন হল সকল বিলীন
ক্ষনস্থায়ী জীবন মাঝে
সবই যেন বিস্মৃতি
কালবৈশাখীর ক্ষনিক ঝড়ে
শেষ হল তার চাওয়া পাওয়া।

যে সব ভাবনা ভাবাচ্ছে —ভাবতে হবে

দিলীপ মজুমদার (বারাসাত 'প্রত্যাশা')

"সত্যর জন্য সব কিছু করা যায়
কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।"

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দেব এই উক্তিআমি জীবন দিয়ে উপলব্ধি করি। অন্যায়ের সঙ্গেঁ কোন আপস নয়। ন্যায়ের পতাকা বহন করে যার জীবনেব শেষ দিন পষর্ন্ত। আজ এই প্রতিবেদন লিখতে বসে বিক্ষিপ্ত কয়েকটা উল্লেক্ষযোগ্য ঘটনা মাথার মধ্যে কিলবিল করছে । সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরন রেখে আর্ত অসহায় দিন দরিদ্র মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে অনাথ অবহেলিত পথ শিশুদের মুখে হাসি ফোঁটাবার ও তাদের দৈনন্দিন মান উন্নয়নের চেষ্টায় নিয়োজিত রাখি নিজেকে কারণ কথায় আছে "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।" নিজের রোজগারের ফাঁকে যেটুকু সময় পাই সেটুকু সময়কে জীবনের যথেষ্ট মূল্যবান বলে মনে করেই কিছু করে যেতে চাই । এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে সমাজকর্মী হিসাবে কিছু করার লক্ষ্য নিয়ে আমার পথচলা আর সত্যিকারের কিছু করতে চাই বলেই সকলের মনরক্ষা করতে পারিনা । অনেকের বিরাগ ভাজন হই। তাতে বয়েই গেল আমার " কোলাজের " মত কিছু কথা, কবিতার মত হবেনা । সত্যজীবনের মূখোমুখি , টিভি সিরিয়ালের মত কাটাকাটা, অর্দ্ধশতবর্ষ স্বাধীনতার পরেও ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে ভাবতে লজ্জা হয, অপমানিত বোধ ক্বরি এই ভেবে যে বহুজাতিক সংস্থা অসহায় গরীব চাষীদের চাষের জমিতে জোরদার ফসল হবে এই বলে বিনামূল্য যা দিচ্ছে তা আসলে' বিষ। অপমানজনক ঠাট্রা অসহায় মানুষের সাথে আমার প্রানাপ্রিয় জন্মভূমির ঘনসবুজ মাটিতে অনুদ্ধারনীয় ভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অবারিত জল । প্রতিদিন হাজার হাজার গ্যালন বিষমেশানো নরম পানীয় বোতলবন্দিকার অর্থ লোলুপ স্টার দের দিয়ে বাহারি বিজ্ঞাপন দিয়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করছে ঐ বিদেশী সংস্থা, আর এদেশের হর্তা কর্তারা বড় বড় বুলি আওড়ায়। উর্বর নষ্ট বা ভূগর্ভস্থ জলরাশি নষ্ট করা নিয়ে এদের কোন মাথা ব্যথা নেই । কারণ ওনারা জানেন যে আমাদের দেশের ভোটাধিকার প্রাপ্ত বোকা নাগরিকদের ভোট দানের পর তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। গ্লোসাইন বোর্ডের জৌলুস ঝলমলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির বিজ্ঞাপন দৌলতে এক ভারতীয় মা জ্ঞাত হন যে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুটিকে ঐ কোকাকোলা পেপসি খাওয়ালে যে পুষ্টি গুনে হৃষ্টপুষ্ট হবে ঐ পানীয়ের মাধ্যমে। আর ঐ বিষ মায়ের হাত ধরে পৌঁছে যাচ্ছে শিশুটির অস্ত্রে। মুনাফা অর্জন করছে ঐ আমরিকান কোম্পানী তার তৈরী নরম পানীয় বিক্রি করে। মায়ের বুকের দুধের অভাবে শিশুর মুখে তুলে দিচ্ছে নরম পানীয় পুষ্টির আশায়। "হায় হত ভাগা এই দেশ।" রক্তাল্পতায় ভোগা মা বছর বছর জন্মদেয় সন্তানের এ এক ভয়ঙ্কর নিষ্টুর পরিহাস। ভূগর্ভস্থ জল বিজ্ঞানীরা বলেছেন আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে পৃথিবীতে বটেই এই ভারতবর্ষে জলের জন্য যুদ্ধ বাধবে , যদি না জল অপচয় রোধ করি । "তিনভাগ জল আর এক ভাগ স্থল" এই আত্মতৃপ্তিতে যারা মশগুল তাদের জেনে রাখা ভাল যে প্রানভরে কলিজা ঠান্ডা করা মিষ্টি পানীয়জল সংকটের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি দ্রুত পায়ে। ১৯৮৪ সালে একটা খবর দেখে আমারা চমকে উঠেছিলাম মার্কিন পপসিঙ্গার রক হাডসন এডস্ রোগে মারা গেছেন। চমকে উঠেছিলাম কিন্তু ভাবতে বসিনি, অল্পদিনের রেশ কেটে গিয়েছিল । বর্তমানে ভারতবর্ষ এইচ্. আই. ভি. অর্থাৎ এডস্ রোগে দ্বিতীয় স্থানে প্রথম স্থানে আফ্রিকার দেশ গুলি, ২০০৪ সালের ডিস্বেবর থেকে ২০০৬ এর জানুয়ারী পষর্ন্ত ১৯৫ টি থ্যালাসেমিয়ো রোগাক্রান্ত শিশু য়ারা সরকারী ব্লাড ব্যঙ্ক থেকে রক্ত গ্রহন করেছে তাদের মধ্যে ১২ জন এইচ্. আই. ভি. আক্রান্ত , গোদের ওপর বিষফোড়ার মত, প্রভাতী সংবাদ পত্রের

সিরোনামে আসে না , সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রে র বন্দেমাতরম্ জাতীয় সঙ্গীত কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হয়,
কোন সম্প্রদায় বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সভায় এই দেশাত্ম বোধক গান গায়না হায় সাতকোটি

মানুষের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ , বাঙালী করে মানুষ করনি " " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ")

" সংসার বাঁচাতে গর্ভ ভাড়া দিতে রাজি দুই মা "

সন্তানহীন পিতামাতা , মুখে হাসি ফোটাতে দুজন অসহায় দরিদ্র মা তাদের সন্তান দের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে অচেনা অজানা মানুষের সন্তান ধারন করতে চায় নিজেদের গর্ভে, তারপর ন'মাস দশদিন পরে প্রসব হয়ে গেলে দায়িত্ব শেষ (সোরোগেট মাদার) , অথচ কয়েক লক্ষ অনাথ শিশু বাবা মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় প্রতিনিয়ত অবৈধ শিশুর জন্ম দিয়ে তাকে হাসপাতালের বেডে অথবা ঝোপের মাঝ খানে কিংবা অন্ধকা র ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে মায়ের পবিত্রদায়িত্ব পালন করে কতশত মা – কত নিষ্ঠুর পুরুষ। আরও একটি বিষয়ে পৃথিবীতে প্রথম সারিতে আমাদের ভারতবর্ষ । রাষ্ট্রপুঞ্জের এক তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে তৃতীয় বৃহত্তম অবাধ নারীপাচার আমরা প্রথম, প্রায় ১২ শো কোটি ডলার লেনদেন হয় এই কারাবারে ৩২ শো কোটি ডলার এর ব্যবস্যা হয় পাচার হওয়া এইসব মহিলাদের ব্যবহার করে । ভারতের বাইরে গৃহসহায়িকা হিসাবে নাবালিকাদের দারুন চাহিদা । সাজানো বিয়ের নাটক করে পাঁচ ছয় মাস পরে অ্যাবরশ্রসন করার নাম করে কিডনি নিয়ে নেওয়া হয় । এৰ সংখ্যা টাও উদ্বেগজনক। রঙ্গীন স্বপ্ন আর সুখের সংসারের মোহে দালালের খপ্পরে পড়ে অসংখ্যনারী দুর্বিসহ জীবন যাপন করে বিদেশের মাটিতে ১৯৭৮ সালকে "আর্ন্তজাতিক শিশুবর্ষ" হিসাবে ঘোষনা করা হয় এবং শিশুর অধিকারকে মানবাধিকার স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রসংঘ একটি আর্ন্তজাতিক শিশু অধিকারের দলিল প্রনয়ন করেন। ভারতবর্ষ তাতে স্বাক্ষর প্রদান করে। শিশুদের পেটভরে পুষ্টিকর খাবার, খেলাধুলা, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা , হিংসা ও যৌনপীড়ন থেকে রক্ষা পরিবারের সচ্ছলতার জন্য শিশুটির যাতে একজন সুশিক্ষিত , সুশৃঙ্খল দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে ওঠে সেদিকে ও নজর দিতে বলা হয়েছে , কিন্তু দুর্ভাগ্য অন্যন্য অনেক রাষ্ট্রের সর্ঙ্গে আমাদের দেশ ও আর্ত সামাজিক প্রতিবদ্ধকতা প্রতি সম্পূর্ন' উদাসীন এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে । তবুও আশার কথা সীমিত ক্ষমতা ও সাধ্যের মধ্যে বারাসাতের বিন্দুসম একটি সংগঠন ন' পাড়ার "সোস্যাল স্কোয়াড " একটা বড় কাজ করছে , আজকের ইতিহাসে লেখা না থাকলে ও ভবিষ্যতে নিশ্চয় এই সংগঠনের নাম উল্লেখ থাকবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

তাই কবির ভাষায় বলি –

" এখনো নিবিড় অন্ধকারে
জ্বালতে হবে বাতি
একটু কাছে সরে এসো
হাতটা ধর সাথী।"

স্মৃতির সোনালি রেখায় উত্তর ২৪ পরগণা

— অলোক মিত্র

উত্তর ২৪ পরগনা বয়স এখন একুশ। কবি সুকান্তের দু:সাহসী একুশ বছরে কৌশোর যৌবনের সন্ধিক্ষনে দাড়িয়ে অতীতকে একটু ফিরে দেখার একটু প্রয়াস। এই জেলা একদিন অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার অঙ্গ ছিলো যা ইতিহাস সমৃদ্ধ, এখন তা বৃহত্তর কোলকাতার অন্তর্গত। হাঁড়োয়া বেড়াচাপাঁ চন্দ্রকেতুগড়ে একদা প্রাচীন সভ্যতা তার ছায়া ফেলেছিল, মৌর্য গুপ্ত সময়ের স্বারক আছে। পাল আমলের চিহ্ন তো আছেই ভারতসরকারের পুরাতাত্বিক দল এখানে বৈজ্ঞানিক খননকাটে নেমেছেন। এর পর ইসলাম ধর্মের পীরের দল জড়ো হলেন জেলার দরগায় গ্রামে এখানে ইসলামের আধিপত্য অনেকপূর্বে।

জেলার পশ্চিমে গঙ্গাঁর তীরে মহাপ্রভু চৈতন্যর আর্বিভাব। নীলাচলে যাবার আগে জেলার খড়দহে পানিহাটিতে তার পদচিহ্ন পড়েছে। এবার বৈষ্ণব সাহিত্য জেলায় সমৃদ্ধ হতে শুরু করলো। এর সাথে মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মনদের গঙ্গাঁর তীরে বিশেষত শ্যামনগর, হালিশহরে আজও বর্তমান।

এরপরে ইউরোপের ক্লাইভ এর শাসনে গঙ্গাঁর পশ্চিম কুলে সন্নিবিষ্ট হবার ফলে দমদমের ক্লাইভ হাউস বা অভ্রন্যান্স ফ্যাক্টরী, বারাসাতের হেষ্টিংয়ের বাগান বাড়ি তার ইতিহাস আজও বয়ে চলেছে। জেলার বাদুড়িয়া থানার নারকেলবেড়িয়ায় তিতুমীর ইংরেজ শাসনের প্রতিবাদে বাঁশের কেল্লা গড়ে তুললেন ইংরেজরা ১৮৩১ সালে তা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়।

তিতুমীরের কৃষকআন্দোলন, বারাকপুরের মঙ্গলপান্ডে সিপাহী বিদ্রোহ, লাটবাগানে লেডিক্যাংনিয়ের সমাধির পাশে অশ্বারুঢ় ভারতশাসক লর্ড ক্যানিং এর মুর্তি, ফ্ল্যাগহাউস, সেনোটাফহাউস আজও স্মৃতির কোঠায় স্থান পেয়েছে।

জেলার নৈহাটি কাঠাল পাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গঁদর্শন এর প্রকাশ, বনঁগায় দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ত্রৈলোক্যনাথ বা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিনেশ্বরে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পদচিহ্ন বাংলার নবজাগরকে উজ্জীবিত করেছে বারবার।

খড়দহের পানিহাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাহিরের যাত্রা' আত্মপ্রকাশ জেলাকে চিরস্মরনীয় করে রাখবে চিরকাল।

বিরাটিতে নিমতায় সতেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ি, বনঁগায় ইচ্ছামতীর পাড়ে বিভূতিভূষনের বসত বাড়ি, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, হাসিরাশি দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ মতো মনীষীদের জন্ম এ জেলাকে অন্যজেলার তুলনায় অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। বারাকপুরের রাষ্ট্র গুরু সুরেন্দ্রনাথ বাসভবন, গান্ধী ঘাট, মঙ্গলপান্ডে উদ্যান আমাদের জেলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু অবিলম্ব এই সব ঐতিহাসিক স্থানগুলির, বাড়ীগুলির রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামতির প্রয়োজন।

জেলার ভাটপাড়ায় সুলেখক ধূর্জটি প্রাসাদ মুখোপাধ্যায় এর বাড়ি, গোবরডাঙ্গায় লেখিকা প্রভাবতী দেবীর বাড়ি, সুলেখিকা হাসি রাশি দেবীর বাড়ি, পথের পাচালির লেখক বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের বনঁগায় গোপাল নগরের বাড়ি, সাহিত্যিক ত্রৈলোকোনাথ মুখোপাধ্যায়, নিমতার কবি সতেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ি। বনগাঁয় ঐতিহ্যাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ী। বসিরহাট মহকুমার শিকড়াঁ কুলীন গ্রামে স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মারক, পানিহাটির গঙ্গাতীরে ছাতুবাবুর বাগানবাড়ি যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "বাহিরে যাত্রা" লিখেছিলেন, খড়দহে রবীন্দ্র স্মৃতিসমৃদ্ধ বাড়ি, নৈহটীতে পন্ডিত ও সংস্কৃতি গবেশক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়ি, বঁনগায় নীলদর্পন খ্যাত দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম স্থান, বসিরহাটের টাকি রাজবাড়ি, সংগ্রামী কৃষক নেতা তিতুমিরের জন্মস্থান, বাদুড়িয়ার হায়দার পুরের বসত বাড়ি, বারাসাতের হেস্টিংস হাউস, বারাসাত প্যারিচরন রাষ্ট্রীয় সরকারী বিদ্যালয়, কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়, দমদমের ক্লাইভ হাউস্, বেড়াচাঁপার খনামিহিরের ঢিবি চন্দ্রকেতু গড়, বারাসাতের কাজি পাড়ার একদিল শাহের দরগা, হাড়েয়ার পীর গোঁরাচাঁদের দরগা, বসিরহাটের সাহি মসজিত, পানিহাটির গঙ্গার তিরের চৈতন্যদেবের পদ চিহ্নে স্মৃতি ধন্য মহোৎসব তলাঘাট, খড়দহের নিত্যানন্দ বাড়ি দত্তপুকুরের সুনামধন্য মহালয়াখ্যাত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ি প্রভৃতি ঐতিহাসিক নিদর্শনের আজ জরাজীর্ন অবস্থা। অবিলম্বে জেলার গুরুত্ব সহকারে এগুলির আশু সংস্কার ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বা হেরিটেজ বিল্ডিং এর শিরুপা দিয়ে স্থানগুলিতে লাইব্রেরী, সংরক্ষনাগার চালু করা প্রয়োজন। নতুবা কালের অমোগ নিয়মে নতুন প্রজন্মের কাছে এই চিহ্ন অবলুপ্তির পথে চলে যাবে। সমগ্র স্তরে সমাজ সচেতন ব্যক্তি, সংগঠন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে আরো উদ্যোগী হতে হবে নতুবা উত্তর ২৪ পরগণার সোনালী ইতিহাস ক্রমে ফিকে হয়ে ধুসর হয়ে লুপ্ত হবে।

***

নিবেদন

বারাসাত সোস্যাল স্কোয়াড
রাসবিহারী স্কুল রোড, ন'পাড়া,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
রেজিঃ নং-এস্/আই/এল/৩০৯৮২





যুগ্ম আহবায়ক (স্মারকপত্র) :—
শ্রী উত্তম পাল
শ্রী শেখর দত্ত

পরিকল্পনা ও রূপায়ন :—
শ্রী অলোক মিত্র
শ্রী আশীষ দাশ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স :—
এম. আর. প্রিন্টার্স

ছাপা :— এম. আর. প্রিন্টার্স, বারাসাত
ফোন - ৯৪৩৩৮৬৩১৩১

WELL COME

বি জ্ঞা প ন

With Best Compliments From

নান্দনিক



রবীন্দ্রপল্লী (জাগৃতি ক্লাবের কাছে)
বারাসাত, কোলকাতা - ১২৪

এখানে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন যেকোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সকলরকম সাহায্যের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। যেমন ঃ- ক্যাটারিং গাড়ী, ফুল, সি.ডি., স্টীলছবি, কনে সাজানো, তত্ত্বসাজানো ইত্যাদি আমরা সকল সময় আপনাদের পাশে আছি।

হাত বাড়ালেই বন্ধু

যোগাযোগ ঃ- নন্দিনী বসু (৯৩৩৯১২৭৭৪৪, ৬৫২৯২৩৯৭)



With Best Compliments From



Shankar Kumar Saha

Shyamnagar
North 24 Parganas

